মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রজনীগন্ধার ফুলের স্টিক দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, ক্যাপ্টেন (অব.) বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস হোসেন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লালটু আর নেই

আলমডাঙ্গার বহুল আলোচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর উদ্দিন লালটু আর নেই। তিনি ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন বুধবার সন্ধ্যা ৭:২০ মিনিটে। তার মৃত্যুর খবর এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আনে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা চিৎলা ইউনিয়নের কয়ড়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে নূর উদ্দিন লালটু ছোটবেলা থেকেই সাহসী, দৃঢ়শারীরিক এবং শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি এলাকায় জাসদ গণবাহিনী গড়ে তোলেন। পরে জাসদ গণবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় তৈরি সিরাজ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। এর ফলে উভয় বাহিনীর সদস্য, ধনী শ্রেণী এবং নিরীহ সাধারণ মানুষ রাস্তাঘাটে নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটত। এলাকায় তিনি চরমপন্থী নিষিদ্ধ সংগঠনের কমান্ডারের ভূমিকায় ছিলেন।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের প্রচেষ্টায় সকল নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেন। নুরুজ্জামান লালটু দীর্ঘ ১৯ বছর জেল খানায় কারাভোগের পর ২০১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। পরবর্তীতে তিনি সামাজিক সংগঠন ও জনসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি ক্রীড়া প্রেমিক ছিলেন এবং তার নামে খেলার মাঠ তৈরি করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবদানও রেখেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি কিছু দিন ধরে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত মঙ্গলবার ভোরবেলা থেকে তীব্র অসুস্থতা অনুভব করলে বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার দাফন সম্পন্ন হবে।

দর্শনায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেকের দাফন সম্পন্ন

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি

রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন।

সোমবার বাদ জোহর দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. উবায়দুর রহমান সাহেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে সেখানে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় স্থানীয় লোকজন ছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আব্বাস উদ্দীন, উপজেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, সাবেক পৌর কমান্ডার জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলীসহ অনেকে অংশ নেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুস ছাত্তার এবং কেরুজের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

জানাজা শেষে আনোয়ারপুর কবরস্থানে বেদনাবিধুর পরিবেশে তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের বীরমুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত খোকাই জোয়ার্দ্দারের ছোট ছেলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বাদ আলী জোয়ার্দ্দার (৮০) ইন্তেকাল করেছেন। গত শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

গতকাল রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে রাষ্টিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী।আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নবাব আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শমসের মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, সহ বিভিন্ন মুক্তি যোদ্ধা,স্থানীয় সুধীজন। মরহুমের লাশের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুন্সিগঞ্জ পশুহাটস্থ তেল পাম্পের পিছনের চাতালে।জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানাগেছে,বীর মুক্তি যোদ্ধা উম্বাদ আলী বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. একরামুল হক জোয়ার্দ্দার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনামুল হক জোয়ার্দ্দারের পিতা,তারা তার পিতার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আকবর আলীকে গার্ড অব অনার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে গহরপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুমের মরদেহে জেলা

প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মারুফ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এসময় সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল মরহুমের মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন মারুফ সালাম গ্রহণ করেন। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে, যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ সময় জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডল ইন্তেকাল করেন। আগের দিন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলী (৭৫) মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান

ইউনিয়নের ঢোলমারী গ্রামের মৃত কুরন আলীর ছেলে।

তিনি বুধবার সন্ধ্যায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলার ঢোলমারী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ জাতীয় পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানা তদন্ত অফিসার (ওসি) গৌতম কুমার এবং মুক্তিযোদ্ধারা মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।

গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে ঢোলমারী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর জানাজা নামাজে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, লুৎফর রহমান, আয়ুব হোসেন, নায়েক আলী, সাবদার আলীসহ অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও

শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে এম আবু সাইদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং সম্মানিয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আলোচনা সভায় মুক্তিযোদ্ধাগন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়েই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং সম্মানী ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা

ফুলসুরাত মন্ডলের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ দক্ষিণ পাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে আমদহ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

দাফন পূর্ববর্তী আনুষ্ঠানিকতায় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুমের কফিনে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল মরহুমকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর, এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দাফন কার্যক্রমে অংশ নেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেমসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

রবিবার ভোরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলসুরাত মন্ডল মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় বীর মুক্তিযোদ্ধা

আবুল কুদ্দুস

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামের গর্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস (৬৮) আর নেই। তিনি গত বুধবার দিবাগত রাতে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে খোরদ কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়। দাফন কার্যক্রমে জাতীয় পতাকা অর্পণ, গার্ড অব অনারসহ রাষ্ট্রীয় সব আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালন করা হয়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সালামি প্রদানের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলে এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কুদ্দুস দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, স্থানীয় জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধা মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অশীষ কুমার বসু, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রাহাজ উদ্দিনের ইন্তেকাল

বীর মুক্তিযুদ্ধা হাজী রাহাজ উদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। রাষ্ট্রীয়

মার্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা বাবুপাড়া নিবাসী, একতা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী রাহাজ উদ্দিন (৮০) গতকাল বৃহস্পতিবার, ভোর ৫টায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল আলমডাঙ্গা দারুস ছালাম ঈদগাঁ মাঠে তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়েছে।

বীর মুক্তিযুদ্ধা হাজী রাহাজ উদ্দিন কুষ্টিয়া মীরপুর উপজেলার আম্বাড়িয়া ইউনিয়নের কুর্শা হাই স্কুলের সাবেক শিক্ষক ছিলেন। তিনি আলমডাঙ্গা থানাপাড়া নিবাসী মরহুম আক্কাস আলি (সাবেক ওসি আলমডাঙ্গা)-এর মেজ জামাতা ছিলেন। মরহুমের গ্রামের বাড়ি কুর্শা মিরপুর, কুষ্টিয়া। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। সম্প্রতি রোগে আক্রন্ত হলে কিছুদিন তার চিকিৎসা চলছিল। হটাৎ গতকাল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত হাসপালে নেওয়ার চেষ্টা কালে ইন্তেকাল করেন।

গতকাল বাদ যোহর আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে রাষ্ট্রীয় মার্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে। গার্ড অব অনারে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম, ওসি দতন্ত আফজাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ লিয়াকত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সমসের মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী মাষ্টার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা রাহাজ উদ্দিনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। মরহুমের জানাজা গার্ড অফ অনার শেষে গতকাল দুপুর ২টায় আলমডাঙ্গা দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।